গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জয়পুরহাট পৌরসভা, জয়পুরহাট।
www.joypurhatpourashavabd.com

শহর সমন্বয় কমিটির (TLCC) ত্রৈমাসিক সভার কার্যবিবরণী (এপ্রিল -জুন/ ২০২৬)

সভাপতি : মোঃ নুরুল ইসলাম
প্রশাসক, জয়পুরহাট পৌরসভা।
স্থান : জয়পুরহাট পৌরসভার সম্মেলন কক্ষ
তারিখ : ২৮ জুন ২০২৬ খ্রি.
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা

উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন।

আলোচ্য সূচী	কার্যবিবরণী সঠিকভাবে লিখিত হওয়ার বিষয়ে আলোচনা	প্রয়োজনীয় সংশোধন (যদি থাকে)	সিদ্ধান্ত
১। বিগত সভার কার্যবিবরণী পঠন ও দৃঢ়ীকরণ।	সভায় গত ৩১/০৩/২০২৬ খ্রি. অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনানো হয়। কোন প্রকার সংশোধনী না থাকায় দৃঢ়ীকরণের জন্য সকলে একমত পোষণ করেন।	কোনরূপ সংশোধনী নেই।	সভায় গত ৩১/০৩/২০২৬ খ্রি. অনুষ্ঠিত টিএলসিসি সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
২। ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের সংশোধিত এবং ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট প্রসঙ্গে।	সভাপতির অনুমতিক্রমে মো: মতিউর রহমান, হিসাব সহকারী (ভা:), জয়পুরহাট পৌরসভা ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের সংশোধিত এবং ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট খাতওয়ারী আয় ও ব্যয়ের তথ্যাদি উত্থাপন করেন। **২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট:** রাজস্ব বাজেট আয়: ২৪,৩৭,০৪,৬৩১.৩৪ (চব্বিশ কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ চার হাজার ছয়শত একত্রিশ টাকা চৌত্রিশ পয়সা) ব্যয়: ২২,৩৫,০০,৮৭৮.৬৮ (বাইশ কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ আটশত আটাত্তর টাকা আটষট্টি পয়সা) উন্নয়ন বাজেট আয়: ৭,৪০,৮৯,০০০.০০ (সাত কোটি চল্লিশ লক্ষ উননব্বই হাজার) ব্যয়: ৭,৪০,৮৯,০০০.০০ (সাত কোটি চল্লিশ লক্ষ উননব্বই হাজার) রাজস্ব উদ্বৃত্ত - ২,০২,০৩,৭৫২.৬৬ (দুই কোটি দুই লক্ষ তিন হাজার সাতশত বায়ান্ন টাকা ছেষট্টি পয়সা) **২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট:** রাজস্ব বাজেট আয়: ২৫,৪১,৩২,৬৩৩.৬৬ (পঁচিশ কোটি একচল্লিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার ছয়শত তেত্রিশ টাকা ছেষট্টি পয়সা মাত্র) ব্যয়: ২৩,৫৪,৩৯,০৭৮.০০ (তেইশ কোটি চুয়ান্ন লক্ষ উনচল্লিশ হাজার আটাত্তর টাকা)	২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের সংশোধিত ও ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট নিম্নোক্তভাবে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। উন্নয়ন বাজেট আয়: ২৭,১৮,০০,০০০.০০ (সাতাশ কোটি আঠারো লক্ষ টাকা) ব্যয়: ২৭,১৮,০০,০০০.০০ (সাতাশ কোটি আঠারো লক্ষ টাকা) ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত রাজস্ব বাজেটে ২৫,৪১,৩২,৬৩৩.৬৬ টাকা এবং উন্নয়ন বাজেটে ২৭,১৮,০০,০০০.০০ টাকা মোট ৫২,৫৯,৩২,৬৩৩.৬৬ (বাহান্ন কোটি উনষাট লক্ষ বত্রিশ হাজার তেত্রিশ টাকা ছিয়াষট্টি পয়সা) বাজেট পেশ করা হয়। ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট: রাজস্ব বাজেট আয়: ২৪,৩৭,০৪,৬৩১.৩৪ (চব্বিশ কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ চার হাজার ছয়শত একত্রিশ টাকা চৌত্রিশ পয়সা) ব্যয়: ২২,৩৫,০০,৮৭৮.৬৮ (বাইশ কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ আটশত আটাত্তর টাকা আটষট্টিপয়সা) উন্নয়ন বাজেট	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/হিসাব রক্ষক, জয়পুরহাট পৌরসভা

	রাজস্ব উদ্বৃত্ত - ১,৮৬,৯৩,৫৫৫.৬৬ (এক কোটি ছিয়াশি লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশত ছেষট্টি পঞ্চান্ন টাকা ছেষট্টি পয়সা) **উন্নয়ন বাজেট** আয়: ২৭,১৮,০০,০০০.০০ (সাতাশ কোটি আঠারো লক্ষ টাকা) ব্যয়: ২৭,১৮,০০,০০০.০০ (সাতাশ কোটি আঠারো লক্ষ টাকা) ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত রাজস্ব বাজেটে ২৫,৪১,৩২,৮৩৩.৬৬ টাকা এবং উন্নয়ন বাজেটে ২৭,১৮,০০,০০০.০০ টাকা মোট ৫২,৫৯,৩২,৮৩৩.৬৬ (বাহান্ন কোটি উনষাট লক্ষ বত্রিশ হাজার তেত্রিশ টাকা ছেষট্টি পয়সা) বাজেট পেশ করা হয়।	আয়: ৭,৪০,৮৯,০০০.০০ (সাত কোটি চল্লিশ লক্ষ উননব্বই হাজার) ব্যয়: ৭,৪০,৮৯,০০০.০০ (সাত কোটি চল্লিশ লক্ষ উননব্বই হাজার) রাজস্ব উদ্বৃত্ত - ২,০২,০০,৭৫২.৬৬ (দুই কোটি দুই লক্ষ তিন হাজার সাতশত বায়ান্ন টাকা ছেষট্টি পয়সা) ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট: **রাজস্ব বাজেট** আয়: ২৫,৪১,৩২,৮০০.৬৬ (পঁচিশ কোটি একচল্লিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার আটশত তেত্রিশ টাকা ছেষট্টি পয়সা মাত্র) ব্যয়: ২৩,৫৪,৩৯,০৭৮.০০ (তেইশ কোটি চুয়ান্ন লক্ষ উনচল্লিশ হাজার আটাত্তর টাকা) রাজস্ব উদ্বৃত্ত - ১,৮৬,৯৩,৫৫৫.৬৬ (এক কোটি ছিয়াশি লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশত ছেষট্টি পঞ্চান্ন টাকা ছেষট্টি পয়সা)	
০। ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে GESIAP, PRAP & O&M এর অর্থ বরাদ্দ প্রসঙ্গে।	মোঃ হাসানুজ্জামান, সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা, জয়পুরহাট পৌরসভা সভায় জানান, নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (IUGIP) এর শর্তাবলী অনুযায়ী নগর পরিচালন ব্যবস্থা উন্নতিকরণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ৯টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের আওতায় ২৮টি কার্যক্রমের বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি চলমান। তন্মধ্যে জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কর্মপরিকল্পনা (GESIAP) ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (PRAP) খাতে রাজস্ব বাজেটের ১% এবং রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) খাতে ২৫% বরাদ্দ রাখার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সে অনুযায়ী ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে GESIAP খাতে ২২,৩৪,১৯৬.০০ (বাইশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার একশত ছিয়ানব্বই) টাকা PRAP খাতে ২২,১৩,১৯৬.০০ (বাইশ লক্ষ তের হাজার একশত ছিয়ানব্বই) টাকা এবং O&M খাতে ১,৯৬,১০,০০০.০০ (এক কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ দশ হাজার) টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উল্লিখিত খাত সমূহের বরাদ্দের আলোকে নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি মাধ্যমে GESIAP, দারিদ্র্য নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি মাধ্যমে PRAP এবং নগর পরিকল্পনা ও নাগরিক সেবা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে O&M এর ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত পূর্বক পৌর পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	GESIAP, PRAP & O&M খাতের বরাদ্দকৃত টাকা ব্যয়ের ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা। কর্মপরিকল্পনা সমূহ পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী ও সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা।

জয়পুরহাট পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকান্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা।	সভাপতি মহোদয় জয়পুরহাট পৌরসভার আওতাধীন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের অগ্রগতির বিষয়ে মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), জয়পুরহাট পৌরসভাকে সভায় অবহিত করে চলমান প্রকল্পের কার্যক্রম ও তার অগ্রগতি তুলে ধরেন. **<u>লোকাল গভর্নমেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এ্যান্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি):</u>** এ প্রকল্প হতে বিশেষ বরাদ্দের ০৪(চার) টি প্যাকেজের আওতায় ১৫(পনেরো) টি স্কিমের কাজ চলমান রয়েছে। তার মধ্যে ১০(দশ)টি ইউনি ব্লক রাস্তার কাজ চলমান ও ০৫(পাঁচ)টি আরসিসি ড্রেনের মধ্যে ০৩(তিন)টি ড্রেনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ০২(দুই)টি ড্রেনের কাজ চলমান রয়েছে। যার কাজের অগ্রগতি ৫০%। **<u>রিজিলিয়েন্ট আরবান টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (RUTDP):</u>** এর অধীনে ০১(এক) টি প্যাকেজের আওতায় ০৪(চার) টি স্কিমের কাজ চলমান। কাজগুলো হলো- ০১টি মূল রাস্তা ও ০৫টি শাখা রাস্তা এবং রাস্তার সাথে বিভিন্ন স্থানে আরসিসি ড্রেন রয়েছে। রাস্তা ও ড্রেনের কাজ চলমান। যার কাজের অগ্রগতি ৩৫%। **<u>বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প:</u>** এ প্রকল্পের অধীনে ০৬(ছয়) প্যাকেজের আওতায় ০৪(চার)টি আরসিসি রাস্তা ও ০৪(চার)টি আরসিসি ড্রেনের কাজের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস হতে অনুমোদন পাওয়া গেছে। সে অনুযায়ী পৌরসভা হতে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং লটারির মাধ্যমে ঠিকাদার নির্বাচন পূর্বক প্রকল্প অফিসে অনুমোদনের জন্য প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **<u>২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের এডিপি খাতে গৃহীত প্রকল্প:</u>** ৭ টি প্যাকেজের আওতায় ২২ টি স্কিমের মধ্যে ০১টি প্যাকেজের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ০৬ প্যাকেজের কাজগুলো চলমান রয়েছে। কাজের অগ্রগতি ৩২%। আলোচনাকালে মোঃ আ ন ম মাশরেকুল আলম, সদস্য, টিএলসিসি ও সাংবাদিক, দৈনিক সংগ্রাম বলেন, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের স্কীম গ্রহণের পূর্বে বর্তমানে ওয়ার্ড ভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ এবং আরইউটিডিপি প্রকল্পের কাজগুলো ধীর গতিতে হওয়ায়, তা যথাযথ তদারকি করার জন্য অনুরোধ জানান।	জয়পুরহাট পৌরসভার দাতা সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত চলমান প্রকল্পগুলো নিয়োজিত ঠিকাদার ও তদসংশ্লিষ্ট সম্পৃক্ত সকলেই যথাযথ মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো। পৌরসভার প্রকৌশলীগণ নিয়মিত কাজগুলো তদারকি করবেন। যেকোন ভৌত কাজের নতুন স্কীম গ্রহণের পূর্বে টিএলসিসি সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী জয়পুরহাট পৌরসভা।

বিবিধ

(ক) ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা।	সভাপতি মহোদয় সভায় জানান যে, ডেঙ্গুসহ মশা বাহিত অন্যান্য রোগ নিয়ন্ত্রণে জয়পুরহাট পৌরসভা এলাকায় মশার উপদ্রব বিনষ্ট করা প্রয়োজন। বর্ষাকাল হওয়ায় মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। নিয়মিত ব্যবধানে পরিকল্পনা মাফিক (এপ্রিল-জুন/২০২৬) ০৩(তিন) মাসে এলাকা ভিত্তিক এডাল্টিসাইড ১৫৭ লিটার এবং লার্ভিসাইড ২১ লিটার মশার ঔষধ স্প্রে করা হয়েছে। বর্তমানে অবশিষ্ট আছে এডাল্টিসাইড ৪৯৩ লিটার এবং লার্ভিসাইড ২৩.৫ লিটার। মে-সেপ্টেম্বর মাসে এডিস মশার প্রার্দুভাব সবচেয়ে বেশি হয়। এ সময় তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বেশি থাকে এবং থেমে থেমে বৃষ্টি হওয়ায় বিভিন্ন স্থানে জমে থাকা স্বচ্ছ পানিতে এডিস মশা খুব দ্রুত বংশবিস্তার করে। তাই পৌরসভায় এডাল্টিসাইড ও লার্ভাসাইড ঔষধের মজুত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তদপ্রেক্ষিতে নতুন করে ক্রয় করা প্রয়োজন।	ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত ভাবে এলাকা ভিত্তিক মশক নিধন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মশক নিধনের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ ক্রয়ের বিষয়ে সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ উপ সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)/স্যানেটারী ইন্সপেক্টর/ কনজারভেন্সী ইন্সপেক্টর জয়পুরহাট পৌরসভা।
(খ) [illegible] বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আলোচনা	সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে অত্রাফিসের সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ হাসানুজ্জামান সভায় জানান যে, পয়ঃবর্জ্য এর ক্ষেত্রে পৌরসভার সাথে চুক্তিবদ্ধ বেসরকারী সংস্থা এরাস ভেঞ্চার লিমিটেড পৌর এলাকার ০৯টি ওয়ার্ডে বাসা-বাড়ি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে নির্দিষ্ট সেবা ফি পরিশোধ অন্তে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে জুলাই ২৫ থেকে জুন ২৬ পর্যন্ত ০১(এক) বছরে ১০২টি সেপটিক ট্যাংক ও পিট থেকে ২২৯ ট্রিপ পয়ঃবর্জ্য খালি করে এফএসটিপি এ অপসারণ করেছে। বিগত বছরে পৌরসভার নিজস্ব ব্যবস্থায় একই সময় অর্থাৎ জুলাই ২৪ থেকে জুন ২৫ পর্যন্ত মাত্র ১৫টি সেপটিক ট্যাংক ও পিট থেকে ৩৬ ট্রিপ পয়ঃবর্জ্য খালি করে এফএসটিপি এ অপসারণ করেছে। এছাড়া প্রাথমিকভাবে কঠিন বর্জ্যের ক্ষেত্রে ৫,৬,৭, ও ৮ নং ওয়ার্ডে এরাস ভেঞ্চার লিমিটেড নামীয় প্রতিষ্ঠান পৌরসভার সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার প্রেক্ষিতে বাসাবাড়ি হতে ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ করছেন এবং পৌরসভার সহযোগিতায় তিন হাজার পরিবারের নিকট পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য পৃথকীকরণের জন্য পৃথক পৃথক ডাস্টবিন সরবরাহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ওয়ার্ড অর্থাৎ ১,২,৩,৪ ও ৯ নং ওয়ার্ড সমূহে পৌরসভা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ করে। প্রতিদিন ১১-১২ টন করে মাসে প্রায় ৩৪৫ টন বর্জ্য উৎপাদন হয়। অন্যদিকে বাসাবাড়ি, হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট কঠিন বর্জ্য থ্রি হুইলার, ভ্যানগাড়ি, ঠেলাগাড়ির মাধ্যমে নিয়মিত সংগ্রহ করে সেকেন্ডারি স্টেশনে জমা করে সেখান থেকে ট্রাকে করে ল্যান্ডফিল্ডে পৌরসভার তত্ত্বাবধানে অপসারণ করা হয়। তিনি আরও বলেন, এছাড়া এসএনভি,বাংলাদেশ এর আর্থিক সহায়তার কড়ইকাদিপুর বর্জ্য শোধনাগারে জৈব সার উৎপাদনে জন্য একটি সেড নির্মাণ করা	আদর্শ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পাইলট প্রকল্প হিসাবে ৫ ৬ নং এবং ৭ নং ও ৮ নং ওয়ার্ডে বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য রিসোর্স এ্যাডভান্সমেন্ট সার্ভিসের (এরাস) এর কার্যক্রম নিয়মিতভাবে তদারকি করা এবং তাদের কার্যক্রম অগ্রগতি সম্পর্কে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন। পর্যায়ক্রমে চুক্তিবদ্ধ ওয়ার্ড সমূহে বেসরকারি সংস্থা অবশিষ্ট বাসা-বাড়িতে ময়লা পৃথকীকরণের জন্য পৃথক পৃথক ডাস্টবিন সরবরাহ করবেন। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পৌর নাগরিকদের সচেতন করার লক্ষ্যে পৌরসভা, এসএনভি, এরাস ভেঞ্চার লিমিটেড যৌথভাবে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। প্রত্যেক ওয়ার্ডে ময়লা আবর্জনা দ্রুত অপসারণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	স্যানেটারী ইন্সপেক্টর/ কনজারভেন্সী ইন্সপেক্টর জয়পুরহাট পৌরসভা।

	হয়েছে এবং এভাস জেন্স লিমিটেড নির্মিত সেড এ জৈব সার প্রস্তুতের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আলোচনাকালে মোঃ আ ন ম মাশরেকুল আলম, সদস্য, টিএলসিসি ও সাংবাদিক, দৈনিক সংগ্রাম বলেন, হাজী বদর উদ্দীন রোড এ সুউচ্চ যেসব বিল্ডিং হয়েছে, সে ভবনগুলোর অধিকাংশ বসবাসকারীরা উপর থেকে যত্রতত্রভাবে ময়লা আবর্জনা ফেলে। এছাড়া বগুড়া রোডে কনফেকশনারী ফ্যাক্টরির সামনে পার্শ্ববর্তী বাসা-বাড়িতে ময়লা এনে স্তূপ করে রাখে। এ স্থানসমূহের ব্যবসায়ী ও অধিবাসীদের সচেতন করার লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ময়লা যত্রতত্র না ফেলার ব্যাপারে সচেতনকরণ প্রয়োজন। সচেতন না হলে পরবর্তীতে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। আলোচ্য বিষয়ে ইসমাইল হোসেন, দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রতিনিধি, টিএলসিসি- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পৌরসভা বা বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে . ওয়ার্ড ভিত্তিক জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের সুপারিশ করেন।		
(গ) হোল্ডিং ট্যাক্স এর মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ।	সভাপতির অনুমতিক্রমে মোঃ সাইদুল ইসলাম, কর আদায়কারী, জয়পুরহাট পৌরসভা জানান, কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা,২০১৩ এর ১৮নং বিধি অনুযায়ী ২০২৫-২০২৬ থেকে ২০২৯-২০৩০ অর্থ বছর পর্যন্ত ০৫(পাঁচ) বছরের জন্য জয়পুরহাট পৌরসভা এলাকার ইমারত সমূহের জন্য কর নির্ধারণ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে নতুন এ্যাসেসমেন্ট দাবী প্রেক্ষিতে কর আদায় করা হচ্ছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের পৌর করের দাবী ও আদায় সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করেন- সরকারি হোল্ডিং এর চলতি দাবী - ২,১৯,৮০,৭০০/- বেসরকারি হোল্ডিং এর চলতি দাবী - ১,০৩,৭১,৬৯০/- সরকারি হোল্ডিং এর বকেয়া দাবী - ২,৪৪,৫৪৬/- সরকারি হোল্ডিং এর চলতি দাবী - ২০,০৬,০৯৪/- মোট দাবী- ৩,৬৬,০৩,০৩০/- সরকারি হোল্ডিং এর চলতি আদায়- ১,৯৯,২৬,৯১৯/- বেসরকারি হোল্ডিং এর চলতি আদায়- ৭৮,২১,৩৬৬/ সরকারি হোল্ডিং এর বকেয়া আদায়- ১৭,২৫,৫৬৬/- বেসরকারি হোল্ডিং এর বকেয়া আদায়- ১৬,০৮,২২২/- মোট আদায়- ৩,১০,৮২,০৭৩/- ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে আদায়ের হার ৮৫% আলোচনা কালে মোঃ আশিক খান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জয়পুরহাট পৌরসভা- সভায় উপস্থিত সদস্যদের নিজ অধিক্ষেত্র সমাজের পৌর নাগরিকদের চলতি ও বকেয়া পৌরকর পরিশোধ বিষয়ে সচেতনকরণ প্রয়োজন। পৌর কর আদায় এবং অন্তর্বর্তীকালীন এ্যাসেসমেন্ট কাজে পৌরসভার কর্মীদের সহযোগিতা করার অনুরোধ জানান।	নতুন এ্যাসেসমেন্ট মোতাবেক ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছর হতে, যে পৌরকর ধার্য করা হয়েছে তা সময়মত পরিশোধের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং পরবর্তী ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কর আদায়ের হার কমপক্ষে ৯০% করার মতামত দিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা কর আদায়কারী ও কর নির্ধারক জয়পুরহাট পৌরসভা।
(ঘ) পরোক্ষ কর এবং ফি আদায়ের	চলতি অর্থ বছর ২০২৫-২০২৬ তে পরোক্ষ কর ফি আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা মোট ১৪,১০,০০,০০০.০০	পরোক্ষ কর আদায়ের সাথে সম্পৃক্ত শাখা গুলো কে তাদের স্ব স্ব শাখার ২০২৬-	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ পৌর

মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ (হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যতীত)।	টাকা। ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের আদায় হয়েছে ১৩,৫৭,২৭,৫৪২.০০ টাকা। আদায়ের হার ৯৬%।	২০২৭ অর্থ বছরের দাবীর প্রেক্ষিতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে শাখা ভিত্তিক কর্ম পদ্ধতি নির্ধারণ পূর্বক আদায়ের হার সন্তোষজনক বৃদ্ধি করা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	নির্বাহী প্রকৌ., হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ও সং.. শাখা প্রধান জয়পুরহাট পৌরসভা।
(৪) পানির বিল নির্ধারণ ও সংগ্রহ।	সভায় পৌর পানি সরবরাহ শাখার বিল ক্লার্ক মোঃ জুলফিকার আলী সভায় জানান ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে পানির বিলের দাবী চলতি দাবী- ১,৩৫,১৪,২৭০.০০টাকা বকেয়া দাবী- ১৭,৩৭,৩৬৫.০০ টাকা মোট দাবী- ১,৫২,৫১,৬২৬.০০ টাকা ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে পানির বিলের আদায় চলতি আদায়- ১,২৫,৯২,৭৮৯.০০ টাকা বকেয়া আদায়- ১৬,৩০,৭৫১.০০ টাকা মোট আদায়- ১,৪২,২৩,৫৪০.০০ টাকা ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে আদায়ের হার =৯৩% সাবমার্সিবল পাম্প অনুমোদন খাতে আদায় ৭৮,০০০.০০ টাকা। জুন-২০২৬ পর্যন্ত গ্রাহক পর্যায়ে মোট পানির সংযোগ সংখ্যা- ৪,১০১ টি।	মাঠকর্মীদের মাধ্যমে পানির বিল আদায়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পানির বিল প্রিন্ট করে গ্রাহক পর্যায়ে যথাসময়ে পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পৌরসভার যেকোন সেবা (প্রত্যয়ন, নাগরিকত্ব, ওয়ারিশন প্রভৃতি) নিতে আসলে পানির বিল পরিশোধ আছে কিনা এবং সাবমার্সিবল পাম্পের অনুমোদন নেওয়া আছে কিনা, তা পানি সরবরাহ শাখা থেকে প্রত্যয়ন করে সেবা প্রাপ্ত হবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা সহকারী প্রকৌশলী (পানি)(চঃদাঃ) জয়পুরহাট পৌরসভা।

উন্মুক্ত আলোচনাঃ

১। মোছাঃ শাহনাজ পারভীন, শহর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি- মহারানী পুকুরপাড় গুচ্ছগ্রাম যাওয়ার রাস্তা চলাচলের অনুপযোগী হওয়ায় দ্রুত নির্মাণের জন্য অনুরোধ জানান।

অনুরোধের প্রেক্ষিতে মোঃ মিজানুর রহমান, উপসহকারী প্রকৌশলী, জয়পুরহাট পৌরসভা বলেন,ইতোপূর্বে বিভিন্ন দাতা সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পে এই রাস্তার প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু প্রকল্পের শর্তাবলী অনুযায়ী রাস্তার উপযুক্ত প্রস্থ না হওয়ায় নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। তবে বর্তমানে চলমান প্রকল্প সমূহে প্রস্তাবনা দেওয়া আছে। প্রকল্প অফিসের অনুমোদন পেলে রাস্তাটি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যাবে।

২। মোঃ ইদ্রিস আলী, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি- ০৪ নং ওয়ার্ডের শান্তিনগর মহল্লায় অবস্থিত বারোঘাটি নামীয় পুকুরটির ঘাট নির্মাণ ও পুকুরের উত্তর পাশের কাঁচা রাস্তা নির্মাণের জন্য অনুরোধ জানান।

৩। মোঃ মোখলেছুর রহমান, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি- ০১ নং ওয়ার্ডের মহারানী পুকুরপাড় গুচ্ছগ্রাম সংলগ্ন কবরস্থান সংস্কার এবং রূপনগর এলাকায় নির্মিত নতুন রাস্তার পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণের জন্য অনুরোধ জানান। পৌরসভার সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন হিসেবে ব্যবহৃত সুগার মিল প্রাচীর সংলগ্ন (তাজুরমোড়) জায়গার বর্জ্য দ্রুত অপসারণের অনুরোধ করেন।

৪। মোছাঃ বিউটি, শহর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি- মাস্টারপাড়া স্কুল থেকে স্টেডিয়ামের প্রাচীর সংলগ্ন দক্ষিণ পাশ দিয়ে রাস্তা নির্মাণের অনুরোধ জানান। মাস্টারপাড়ায় তার বাড়ির পাশে একটি বড় ডাস্টবিন পৌরসভা থেকে স্থাপন করা হয়েছে। মহল্লায় বর্জ্যের পরিমাণ বেশি হওয়ায় আরেকটি ডাস্টবিন স্থাপনের অনুরোধ জানান।

৫। আবুল মুনছুর মুন্টু বলেন, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি- পৌরসভা কর্তৃক চকগোপাল মধ্যপাড়ায় সদ্য নির্মিত সাইড ওয়াল বেশ নিচু হওয়ার ফলে, সেখানে চলাচলের অসুবিধা হচ্ছে। বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন করে সমাধান করার জন্য প্রশাসক, জয়পুরহাট বরাবর অনুরোধ জানান। এছাড়া চকগোপাল বড়বাড়ি এলাকায় একটি পুকুরের পাড়ের প্যালিসাইডিং পৌরসভার (TR) প্রকল্পে করা হয়েছে, প্যালিসাইডিং ও রাস্তার মধ্যে ফাঁকা জায়গা মাটি দিয়ে পূরণ করা জরুরি। এছাড়া ১ নং রেলস্টেশনের রোড থেকে আউসগাড়া মোড় পর্যন্ত রাস্তা দ্রুত সংস্কার করা অনুরোধ জানান।

CamScanner

অ্যাড. শহিদুল ইসলাম, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি সভায় বলেন, পৌরসভার পানি সরবরাহ কার্যক্রম সিডিউল অনুযায়ী চালু রাখা এবং বিদ্যুৎ এর সমস্যা হলেও যেন অন্য ব্যবস্থার মাধ্যমে পানি সরবরাহ সচল রাখা যায়, সে বিষয়ে অনুরোধ করেন। নতুন হাট গো-হাটি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেন। হাটটি মূল শহরের মধ্য হওয়ায় হাটের দিনে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় এবং পৌরসভার পানি সরবরাহসহ পৌরসভার সেবা সংক্রান্ত যেকোন অভিযোগের জানানোর বিষয়ে পৌর এলাকার জনবহুল মোড়ে পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নাম ও মোবাইল নম্বর সম্বলিত সাইনবোর্ড টাঙানোর জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন।

৭। মোঃ ইসমাইল হোসেন, শহর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি- পৌরসভার আওতাধীন যেসব সুউচ্চ জলাধার রয়েছে সেগুলো ভালোভাবে কার্যকর আছে কিনা সে বিষয়ে জানতে চান। রাস্তার নির্মাণ সামগ্রী রেখে জনসাধারণের চলাচলের অসুবিধা হচ্ছে, এ জন্য পৌরসভা থেকে মাইকিং করার জন্য প্রশাসক, জয়পুরহাট পৌরসভাকে ধন্যবাদ জানান এবং এসব মালামাল অপসারণের বিষয়ে পৌরসভাকে আরো উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানান। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে ওয়ার্ড ভিত্তিক জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। তিনি জয়পুরহাট শহর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৌরসভা থেকে সুপেয় পানি সরবরাহের অনুরোধ জানান।

ডাঃ মোঃ আল মামুন হক, সিভিল সার্জন, জয়পুরহাট উল্লেখ করেন, মাঝে মাঝে পানিবাহিত রোগের প্রকোপ দেখা যায়, তাই পৌরসভার পানির সরবরাহ লাইন নিয়মিত ব্যবধানে পরিষ্কার করা এবং পানির গুণগতমান সরকারি ল্যাবরেটরি থেকে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। পৌরসভা সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ প্রদানের জন্য অভিযোগ সেল গঠনের করার বিষয়ে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন ।

ড. ফারজানা আক্তার, নির্বাহী প্রকৌশলী, জয়পুরহাট গণপূর্ত বিভাগ জানান যে, প্রয়োজনবোধে পৌরসভার সম্মানিত নাগরিকগণ ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সরাসরি যেকোন সমস্যার বিষয়ে অভিযোগ জানাতে পারবেন।

প্রশাসক, জয়পুরহাট পৌরসভা উপস্থিত সদস্যদের আলোচনা মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং টিএলসিসি'র সদস্যদের উত্থাপিত বিষয়সমূহ বিধি-বিধানের আলোকে পর্যায়ক্রমে সমাধানের আশ্বাস প্রদান করেন।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকল কে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ নুরুল ইসলাম)
প্রশাসক
ও
সভাপতি, TLCC
জয়পুরহাট পৌরসভা।

স্মারক নং- জয়পৌঃপ্রঃ/সাধা/২০২৬/ তারিখঃ-

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

১। সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাট।
৩। জনাব ....সদস্য/সদস্য-সচিব, শহর সমন্বয় কমিটি (TLCC), জয়পুরহাট পৌরসভা।
৪। অফিস নথি।

(মোঃ আশিক খান)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ও
সদস্য সচিব, TLCC
জয়পুরহাট পৌরসভা।

২৫/০৬/২০২৬

CamScanner